জিয়া'র সৈণিকদের বাঁচাতে মুজিবের সৈনিকদের আবির্ভাব

কর্ণফুলী রিপোর্ট

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল আনুমানিক সাড়ে চারটায় কয়েকভাগে বিভক্ত সিডনীর জাতিয়তাবাদী সংগঠনের একটি অংশের সশস্ত্র কিছু লোক প্রতিপক্ষের নিরস্ত্র দুজনকে রেন্ডউইক সাবার্বের সিলভার লেন এবং সিলভার স্ট্রিট কর্নারের কার পার্কে আক্রমন করে। আক্রান্ত দুজন মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং বর্তমানে রেন্ডউইক হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে তারা পড়ে আছেন। আক্রমনকারী দুজন পুলিশি হেফাজতে আটকে আছেন। মামলা হয়ে গেছে, উকিল, মহুরী সব জোগাড় হয়ে গেছে দুপক্ষের।

বিশ্বস্ত সুত্রে জানা যায় বাংলাদেশের জাতীয় চরিত্রের অংশ হিসেবে অন্যান্য প্রবাসী সংগঠনের মত বাংলাদেশ জাতিয়তাবাদী দলও [বি.এন.পি] দীর্ঘদিন ধরে সিডনীতে কয়েক খন্ডে বিভক্ত হয়ে আছে। তা নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে বেশ ঠান্ডা যুদ্ধও চলছিল। বাংলাদেশের কারাগার হতে বি.এন.পি'র নেতা তারেক রহমান, দুলু, বুলু, বাবর, ফালু, সা:কা: চৌধুরী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সহ বন্দী আরো অনেক সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজ নেতারা এক এক করে যখন জামিনে ছাড়া পাচ্ছেন ঠিক তক্ষুনি সিডনীর বি.এন.পি তে সেই আনন্দের উত্তাপ 'সুনামী' আকারে এসে ব্যাপক ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কাতেই মুলত গতকাল [১১/০৯/২০০৮] উক্ত অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে যায়।

আহতদের একজন গতরাত কর্ণফুলী দপ্তরে ফোন করে ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরনী দেন। তার মৌখিক বিবৃতিতে জানা যায় যে, বাংলাদেশ জাতিয়তাবাদী যুবদলের চৌদ্দজন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক সম্পাদকদের একজন এবং বর্তমানে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের [গামা-জর্জ পরিষদ] একটি অংশের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল হক জর্জ ও তার সহোদর আবদুল হক তাদের আত্মীয় স্বজন ও কয়েকজন প্রবাসী জিয়া-প্রেমীককে সাথে নিয়ে রেন্ডউইকের একটি ইন্ডিয়ান রেস্তোরার বাংলাদেশী একজন শেফকে আক্রমন করতে আসবে বলে মোবাইলে অগ্রীম বার্তা পাঠায়। মোসলেহ উদ্দিন আরিফ নামে উক্ত শেফ বাংলাদেশ জাতিয়তাবাদ ছাত্রদল অস্ট্রেলিয়া শাখার মনোনীত সভাপতি। তাকে আক্রমন করতে আসছে শুনে সে আতঙ্কিত হয়ে তার অংশের নেতা দেলওয়ার হোসেনকে ঘটনাস্থলে ডাকেন। দেলওয়ার তাৎক্ষনিক আরিফকে সহযোগীতা করতে রেন্ডউইকে ছুটে যান। দুপক্ষের সামান্য খিস্তি খেউড় ও উভয়পক্ষের জননীদের ইজ্জত স্খলন পর আচানক তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে জর্জ ও তার বড়ভাই হক যৌথভাবে আরিফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং উপুর্যুপুরী কিল-ঘুষি মারতে থাকে। তাকে বাঁচাতে দেলওয়ার এগিয়ে আসলে পেছন থেকে আবদুল হক দেলওয়ারকে তার কোমর লক্ষ্য করে সজোরে লাথি মারে। দুজন বনাম আটজনের এ মারামারিতে কার পার্ক অঞ্চলটি একটি ছোটখাট কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়ে পড়ে। পথচারীদের ডাকে অতর্কিত পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ আসতে দেখে জর্জ সহ সকল আক্রমনকারীরা যে যেদিকে সম্ভব ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু আবদুল হক ও তার ভাগ্নে ঘের দেয়া পুলিশের বেষ্টনি থেকে সটকে পড়তে পারেনি। রক্তাক্ত আরিফ ও মেরুদন্ডের হাঁড়ে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত দেলোওয়ার তখনো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশ পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে। [দেলওয়ার তার ভাঙ্গা মেরুদন্ড নিয়ে ভবিষ্যতে আর আয়-উপার্জন করতে পারবেননা বলে তার অনেক শুভানুধ্যায়ীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন আর তাই উক্ত পুলিশি মামলা শেষাব্দি 'ক্ষতিপুরন' মামলার দিকেও মোড় নিতে পারে বলে তারা সন্দেহ পোষন করছেন।]

উক্ত অপ্রীতিকর ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ একটি মামলা নথিবদ্ধ করেন। আহত দেলোওয়ার ও আরিফকে রেন্ডউইক হাসপাতাল পাঠানো হয় এবং আক্রমনকারী আব্দুল হক ও তার ভাগ্নেকে পুলিশ ষ্টেশনে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। উক্ত সংবাদটি লেখাব্দি জাতিয়তাবাদী দলের বিভক্ত দুপক্ষের সৈণিকরা উপরোক্ত দুটি ঠিকানাতে অবস্থান করছিলো। আক্রমনকারী জিয়ার সৈনিকদ্বয়কে কাষ্টডি থেকে জামিনে বের করতে তড়িঘড়ি কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর সৈনিক তখন পুলিশ ষ্টেশনে ছুটে যান। উল্লেখ্য আওয়ামী লীগের নেতা ও তথাকথিত সমাজসেবক সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের [গামা-জর্জ পরিষদ] পূণঃপৈনিকভাবে নির্বাচিত সভাপতি গামা তার শিষ্যদের সাথে নিয়ে আবদুল হকদের জামিন নিতে থানায় যান। এ থেকে পুনরায় প্রমানিত হলো প্রবাসে দেশীয় রাজনীতির চেয়ে কমিউনিটির স্বার্থই প্রধান। কে কোন দল করে তার চেয়ে বড় পরিচয় ওরা সকলেই বাংলাদেশী এবং একই মাটির মানুষ।